বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

পরিশোধ

ইকনমিক পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন

পরিশোধ

কাহিনী : বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য : মনোজ ভট্টাচার্য
পরিচালনা : অর্ধেন্দু সেন
সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
চিত্র গ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্তী
শব্দ গ্রহণ : জে ডি ইরানী
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
শিল্প নির্দ্দেশনা : সুনীল সরকার
রূপ সজ্জা : মনোতোষ রায়
সাজ সজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ
নেপথ্যে কণ্ঠদান : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,
আরতি মুখোপাধ্যায় ও
রুমা গুহঠাকুরতা।
পশ্চাৎপটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত
প্রধান কর্মসচিব : আনন্দ মোহন ঘোষ
ব্যবস্থাপনা : কালীপদ মুখার্জী
শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
প্রচার সচিব : বাগীশ্বর ঝা

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : গৌর দত্ত, অর্চ্চন চক্রবর্তী
চিত্র গ্রহণ : বীরেন ভট্টাচার্য
সম্পাদনা : রবীন সেন
শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধি নাগ
শিল্প নির্দ্দেশ : বিশু চক্রবর্তী
রূপ সজ্জা : অক্ষয়
সাজ-সজ্জা : নীহার
সঙ্গীত : সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায়,
অমল মুখোপাধ্যায়, নিখিল
ব্যবস্থাপনা : সুশান্ত দত্ত
শব্দ পুনর্যোজনা : বলরাম
সহকারী কর্মসচিব : অজিত কুমার ঘোষ
সহকারী : রঞ্জন কুমার বোস

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও শৈলেন ঘোষাল এর তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ডি, ভি, সি ; মিঃ এ, এন, মিত্র ; অগ্রণী বিদ্যালয়

কাহিনী সার

প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে এগিয়ে চলেছে একখানি জীপ। ঘন অন্ধকারে চোখে পড়ে না কিছুই— পথের উপর পড়ে থাকা একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জীপটি হঠাৎ থেমে যায়, ঝড় জলের ভিতরেই নেমে পড়তে বাধ্য হয় তার আরোহী প্রশান্ত আর ড্রাইভার গোপেশ্বর। বিদ্যুতের চমকে দূরে চোখে পড়ে একটি বাড়ি, ওরা এগিয়ে চলে।

জীর্ণ দেওয়াল, টিনের ছাদ, কতকটা পোড়োবাড়ীর মতো। প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু বিদ্যুতের চমকে চোখে পড়ে দুটি জ্বলন্ত চোখ...। একটু আশ্রয় চাইতে বৃদ্ধ দারুকেশ যেন রূঢ় ভাষায় আর্তনাদ করে ওঠেন— 'আশ্রয় টাশ্রয় হবে না'...। ছুটে আসে স্বাতি— 'বাবা ওদের আসতে দাও'— 'না না না' বলে বৃদ্ধ দরজা বন্ধ করে দেন।

অসহায় ভাবে ভিজছিল প্রশান্ত আর গোপেশ্বর। দরজা খুলে লাঠিয়াল অনাথ ভিতরে ঢোকে। ভেসে আসে কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা— 'কেন আসে, কেন আসে... ভেতরে ঢুকে সব জেনে যাবার মতলব, তাই না?' ঝড়ের আওয়াজে বাকী সব কথা মিলিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময় স্বাতিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে প্রশান্ত যেন নতুন কিছু অনুভব করে...।

সেই অনুভূতি নিয়েই ছুটে যায় বন্ধু রজতের বাড়ি। সব খুলে বলে। রজতের বোন বিশাখা যেন স্বাতির কথাই বারে বারে খুঁচিয়ে জানতে চায়! হয়তো সে শুধু মেয়েলী কৌতূহল... হয়তো অন্য কিছু। হঠাৎ লাঠিয়াল অনাথ তাদের এসে ডেকে নিয়ে যায়— বাবুর ভীষণ অসুখ। প্রশান্তরই জীপে গিয়েছিল রজত আর প্রশান্ত। প্রশান্তকে দেখে স্বাতি বিস্মিত হয়ে যায়। পরিচয় করিয়ে দেয় রজত— 'প্রশান্ত এখানকার প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ার।'

সেই পরিচয়ই একদিন ঘনিষ্ঠতম হয়ে এল পরিণয়ের দ্বারে। কিন্তু স্বাতির মনে কেন এত সংশয়? তবে কি ওদের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাখা? প্রশান্তর মনও কি বিশাখার জন্যেই ব্যাকুল? তবে কেন সে অমন করে তাকায় স্বাতির মুখের দিকে? ধনীর দুলালী বিশাখা যে কোন যুব-মনেই লোভনীয়া, কিন্তু স্বাতিও কি চিরদিন ছিল এমনি দুর্দ্দশাগ্রস্তা। অতীত জীবনের স্মৃতি আজও তাকে উন্মনা করে, নিয়তির পরিহাসে আজও মনে জাগে বিস্ময়। প্রশান্ত কি বিস্ময়ে বেদনায় শোনাতে পারে না শান্তির বাণী? তারও জীবনে নেই কি কোন ঋণের স্বীকৃতি? কে সেই ঋণ পরিশোধ করবে? ইকনমিক পিকচার্স কৃত 'পরিশোধ' আসছে তারই এক পরিচ্ছন্ন উত্তর নিয়ে।

গান ১

রুমা গুহঠাকুরতা

কোথায় মন হারালো কে জানে, কে জানে,
জীবনে এ বসন্ত কে আনে কে জানে !
ফুলে এলো গন্ধ,
পাখী পেল ছন্দ,
কে দিলে আনন্দ এ প্রাণে;
কোথায় মন হারালো কে জানে, কে জানে !
আজ বুঝেছি আকাশ কেন নীল হয়,
কেন নদী আর সাগরের মিল হয়,
জানিনা বাঁশীতে আমায় আজ বারে বার কে টানে;
কোথায় মন হারালো কে জানে কে জানে।
আজ জেনেছি বাতাস কেন গান গায়,
কোন রঙেরই পরশটুকু প্রাণ চায়,
অসীমে মিলিয়ে যেতে বাঁধন বাধা কে মানে।

গান ২

হেমন্ত মুখার্জী

ঝর ঝর বৃষ্টি ঝড়ে
মেঘলা আকাশ উদাস মন,
মনে হয় বৃষ্টিতে আজ ভিজি না হয় সারাক্ষণ।
মন যেন আজ নতুন নতুন ছন্দ কিছু শিখতে চায়,
মনের কবি মেঘদূতেরি কাব্যটায়ে লিখতে চায়।
মনে হয় আনন্দকে জড়িয়ে বুকে
করবো সুখে আলিঙ্গন॥
কে আমি আর কি আমি আজ এইটুকু যে বুঝতে চাই,
রামধনুকের সাতটি রঙে মনটাকে আজ খুঁজতে যাই,
মনে হয় হয়ত এবার বুঝে নেবো
কে যে আমার আপন জন॥

গান ৩

আরতী মুখার্জী

আমার এ গান কারে শোনাই,
শোনার মত কেহ ত নাই;
মিছেই শুধু তানপুরাতে তার বাঁধা,
কে জানে গো কি ভেবে এই সুর সাধা।
আমার এ গান
মনকে বোঝাই বোঝে না সে,
আনন্দ কি খোঁজে না সে,
মনকে বোঝাই বোঝে না সে,
আনন্দ কি খোঁজে না সে,
সুর আসে ত ভাষা তারে দেয় বাধা।
আমার এ গান কারে শোনাই,

শোনার মত কেহ ত নাই;
আমার এ গান
এবার তীর বেঁধা এক
পাখীর কাছে গান শিখে,
এবার তীর বেঁধা এক
পাখীর কাছে গান শিখে,
যেন আমার গানের স্বরলিপি
চোখের জলে যাই লিখে।
আমার কাছে আসে না কেউ
এ গান শুনে হাসে না কেউ,
আমার কাছে আসে না কেউ
এ গান শুনে হাসে না কেউ,
আমিই জানি কেন আমার এই কান্না;
আমার এ গান কারে শোনাই
শোনার মত কেহ ত নাই,
মিছেই শুধু তানপুরাতে তার বাঁধা;
কে জানে গো কি ভেবে এই সুর সাধা।
আমার এ গান॥

গান ৪

হেমন্ত মুখার্জী

দূরে চলে যায় মন
পাখা মেলে উড়ে যায়,
দূর থেকে দূরে যায়
এ পৃথিবী ছাড়িয়ে, যাই আমি হারিয়ে
আকাশটা ডাকে যেন দুটি হাত বাড়িয়ে,
দূরে চলে যায় মন।
বুঝেছি আজ আমার এই আমি
এ শুধু আমারই নয়,

বুঝেছি আজ আমার এই আমি
এ শুধু আমারই নয়,
বার বার তাই যেন ছোট এ জীবনটাকে
অনেক বড় যে মনে হয়— ২
পাব কি পাব না নেই তার ভাবনা
লাভ ক্ষতির কিছুরই হিসাবটা চাবনা
দূরে চলে যায় মন।
আমার এ গান স্বপ্নের সাত রঙে
রামধনু হয়ে গেছে আজ।
আমার এ গান স্বপ্নের সাত রঙে
রামধনু হয়ে গেছে আজ।
চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু টুকরো মেঘের গায়
সোনালী জরীর কারু কাজ,
সোনালী জরীর কারু কাজ।
ঘর থেকে বেরিয়ে দিগন্ত এড়িয়ে
আজ আমি যাই যেন মেঘলোক মেড়িয়ে,
দূরে চলে যায় মন
পাখা মেলে উড়ে যায়,
দূর থেকে দূরে যায়
দূরে চলে যায় মন॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, নটশেখর নরেশ মিত্র, মলিনা দেবী, তরুণ কুমার, সুলতা চৌধুরী, দিলীপ রায়, জহর রায়, শীতল, নৃপতি, শিশির বটব্যাল, অমূল্য, শুধাংশু, দিলীপ সতু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বাহাদুর সেন গুপ্ত ও আরও অনেকে।